সাতচল্লিশে প্রত্যাবর্তন!

সোহরাব হাসান এমনিতেই ভালো লেখেন। গত ২০শে জানুয়ারি ২০০৫, দৈনিক যুগান্তরে "১৪ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস!" শিরোনামে তার আরো একটি সুন্দর লেখা ছাপা হয়েছে। একজন তরুণ প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে পরিচিত নাইমুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত ভিন্নধর্মী নতুন পত্রিকা "আমাদের সময়" -এর তিনটি নিবন্ধের বরাত দিয়ে সোহরাব হাসান সাহেব এই লেখাটি লিখেছেন। আমি নাইমুলের পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ তিনটি পড়িনি। বস্তুত সোহরাব হাসানের লেখার ভিত্তিতেই আমার লেখাটি রচিত। সোহরাব হাসানের লেখাটি কেবল সময়োচিতই নয়-বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যার উপর প্রখর আলোকপাত। সেই প্রেক্ষিতেই সোহরাব হাসানের আলোচনাকে আরো সম্প্রসারিত করার জন্য আমার সহযোগী প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের রাজনীতির আদর্শগত সংকট ও দ্বিধাবিভক্তি সম্ভবত: ১৪ই আগস্টে। সেজন্যই বাংলাদেশের মানুষের জবাব পাওয়া দরকার যে, "বাংলাদেশ কি পাকিস্তানের রাজনৈতিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আরো একটি পাকিস্তান কিনা? বিএনপি ও জামাতে ইসলামসহ ইসলামপন্থী ও মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলো একথা মনে করে যে, "পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা সম-অধিকার, ন্যায়বিচার ও সম-উন্নয়নের অধিকারী না হতে পারায় তারা রাগ করে পাকিস্তান ভেঙ্গে আরেকটি পাকিস্তান তৈরি করেছে। সেজন্যই বাংলাদেশ হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত রূপ মাত্র। আসলে বাংলাদেশ আর পাকিস্তান হচ্ছে ভাই-ভাই। একই পিতার ঔরসে উভয়ের জন্ম।" যারা বাংলাদেশকে একটি পাকিস্তানী স্টাইলের জাতীয়তা প্রদান করতে চান তারাই এই "মুসলিম বাংলা" ধারণার ধারক। তারাই কেবলমাত্র ১৪ই আগস্টকে নিজের স্বাধীনতা দিবস বলতে পারবে। এই ধারণাটির সত্যাসত্য প্রকাশ পেয়েছে গত ২১ আগস্ট ২০০৫ টিভি ক্যামেরার সামনে করা অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের মন্তব্যে। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, বাংলাদেশে এখনো একাত্তরের বিভাজন বিরাজ করছে। এরচেয়ে নির্মম সত্য আর কিছু নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাইফুর রহমান গং একাত্তরের বিভাজনে জামাতের সহযোগী হয়েছেন-এতে একাত্তরের পরাজিত শত্রু জামাতের শক্তিই শুধু বাড়েনি বরং দেশের মূল সংকট আরো তীব্র হয়েছে। শুধু তাই নয়, একাত্তরের রাজাকারদের সাথে মান্নান ভুইয়া, অলি আহমেদ, মেজর হাফিজ, আবু হেনা ও ডঃ আফতাবের মতো জিয়াপন্থী কিছু মুক্তিযোদ্ধাও শরীক হয়েছেন। বাংলাদেশে একসময়ে যারা কট্টর মাওবাদী রাজনীতি করতেন বা মাওলানা ভাসানীর সমর্থক ছিলেন তাদের একটি অংশ ৭১ সালে চীন যেহেতু 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলো, সেজন্য

তারাও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরোধীতা করেছে। তারাও এখন জামাতীদের সহযোগী। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে জামাতী বা ইসলামপন্থী ধারনার রাজনৈতিক প্রকাশ বিএনপি ও তার জোটের মাধ্যমেই বাস্তবায়নের পথে পা বাড়াচ্ছে। পাকিস্তানের মতোই তথাকথিত "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ", "যুক্তিহীন ভারত বিরোধীতা।", "ইসলাম গেল- ইসলাম গেল" -রব ইত্যাদি এইসব পাকিস্তানী রাজনীতির ধারাবাহিক বিবর্তন বা বাংলাদেশী সংস্করণ মাত্র। ১৯৪৭ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতি এই ধারাবাহিকতাতেই বিকশিত হয়ে আসছে। এমনকি ১৯৭১ সালে একই 'রব' তোলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কিছুদিন (১৯৭২ থেকে ৭৫) এই গোষ্ঠী নীরব ছিলো। একাত্তরে পরাজিত হবার পর তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিলো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পর "পাকিস্তানী সেই ধারাবাহিকতার" পুনরুত্থান ঘটে। মরহুম জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের পা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেন এবং একাত্তরে পরাজিত পাকিস্তানীরা আবার বাংলাদেশে পূর্ণ ক্ষমতায় পুনর্বাসিত হয়। এরশাদ থেকে খালেদা জিয়া সেই ধারাবাহিকতাই বহন করছেন। তবে এই স্রোতধারা হচ্ছে বাংলাদেশের মূল স্রোতধারার প্রতিস্রোত। আমাদের মূলস্রোত হচ্ছে-বাংলাদেশ আরেকটি পাকিস্তান হিসেবে জন্মতো নেয়ইনি বরং পাকিস্তানের ধারণার কবরের উপর বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ যথারীতি ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই-এ অংশ নিয়েছে; হিন্দুকুশ পর্বতের অববাহিকায় বসবাসকারী আর দশটি জাতিগোষ্ঠীর মতোই। তারা ভারতবর্ষ থেকে (অখন্ড ভারত) ইংরেজদের বিতাড়ন করে স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই করেছে। তাদের সেই লড়াইতে ঐকান্তিকতার কোন অভাব ছিলোনা। তখনো এটি কেউ ভাবেনি যে, ভারতবর্ষের মানুষ হিন্দু-মুসলমান হিসেবে বিভক্ত হবে। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে প্রথমবারের মতো বাঙ্গালীদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা হিন্দু-মুসলমান, দিল্লী-করাচী, ঢাকা-কোলকাতা-এভাবে বিভক্ত হতে পারো। এটি একটি বিশাল রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সেই বিভ্রান্তিই ১৯৪৭ সালে এই অঞ্চলের মানুষ বরং ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকেই বাস্তবায়ন করে। কিন্তু **সেই সময়ে তাদেরকে যে জেলখানা থেকে বের করে আবার জেল গেটেই বন্দী করা হয় সেটি বুঝতে আমাদের বেশি সময় লাগেনি**। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসেই আমরা প্রথমে ভাষা প্রশ্নে জেগে উঠি।

যারা ভাষা আন্দোলনকে বুঝতে অক্ষম তারাই কেবল জামাতী কামনা অনুসারে পাকিস্তানপন্থী বাংলাদেশের ধারনা পোষণ করতে পারেন। আর যারা ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের বিজয়কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তারা

বাঙ্গালীদের স্বাধীন স্বত্ত্বা, জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা ও মুক্তির লড়াইকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। বাংলাদেশের মানুষ কার্যত '৪৮ সালেই পাকিস্তানী জাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করে। তখন আমাদের সামনে এই প্রশ্নটি তুলে ধরা হয় যে, উর্দু হচ্ছে পাকিস্তান নামক সদ্যজাত ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা, সেই ভাষা আমাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা আরবী হরফে লেখা হয় এবং আমাদের উচিত হবে ভারতীয় হিন্দুদের ভাষা হিন্দীর অনুরূপ বর্ণমালায় লেখা বাংলা ভাষা বর্জন করে উর্দুকে গ্রহণ করা। কিন্তু আমরা তা করিনি সেদিন আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ধর্মীয় আবেগের উপরে ঠাই দিতে পেরেছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম যে, ধর্মের কোন ভাষা নেই। ধর্মের সাথে সাহিত্য, সংস্কৃতি-জীবনবোধ এসবেরও কোন বিরোধ নেই। পাকিস্তানের অন্য জাতিস্বত্ত্বার মানুষেরা এতোটা অগ্রসর ভাবনা ভাবতে পারেনি।

গত ২০ আগস্ট ০৫ সকালে বিবিসিকে দেয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজ খানের একটি সাক্ষাতকার দেখে আমার মনে হচ্ছে- তারাও হয়তো এতো বছর পর উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, ধর্মকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে বহাল রাখার সময় শেষ হয়েছে। শওকত আজিজ এখন বলছেন, "পাকিস্তান উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে চায়।"

অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভারতেও স্বাধীনতার অনেক দিন পর ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের জোয়ার এসেছিলো- যার ফলশ্রুতিতে বিজেপি ক্ষমতায় যায়। কিন্তু ভারতীয়রা বিজেপির এক মেয়াদেই বুঝতে পেরেছে, পেছনে যাওয়ার নামান্তর হচ্ছে আত্মহত্যা।

এমনকি ধর্মরাষ্ট্র ইসরায়েল ২০০৫ সালে গাজা থেকে বসতি প্রত্যাহার করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের মৌলবাদ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারাও উদার গণতান্ত্রিক দেশ হতে চাচ্ছে। আমরা বাঙ্গালীরা ৪৮ সালেই যা বুঝতে পেরেছিলাম, পাকিস্তান ও ইসরায়েল তা সাতান্ন বছর পর ২০০৫ সালে বুঝতে চেষ্টা করছে। এখন আমাদেরকে যারা ৫৭ বছর আগের সেই ধর্মরাষ্ট্রে ফেরৎ নিতে চায় আমরা কি তাদের কথা শুনতে পারি? আর যারাই যাই করুক বাঙ্গালীরা তেমন মুর্খ নয়। ফলে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মুসলমান হওয়া স্বত্ত্বেও "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান"-এর জাতীয়তাকে দাফন করে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু করে। ৭১ সালে আমাদের ভাবনা সঠিক প্রমাণিত হয়, যখন "আল্লাহু আকবর" নামে পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের হত্যা করে এবং "বিসমিল্লাহ" বলে বঙ্গ ললনাদের ধর্ষণ করে। আমি মনে করি,

স্বদেশ স্বকাল

লক্ষ লক্ষ শহীদ আর মা-বোনদের সম্মানের নীচে পাকিস্তান রাষ্ট্র চাপা পড়েছে। সেখান থেকে তাকে জীবিত উদ্ধার করা আর কোনদিন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে তাই একুশ শতকের আধুনিক রাষ্ট্রের সকল গুণাবলী সন্নিবেশিত হয়। যারা ১৪ই আগস্টে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে চান, তাদের জন্য ২০০৫ সালের বাংলাদেশী সংবিধান হয়তো তেমন সমস্যা সৃষ্টি করবেনা। কারণ এরই মাঝে ৭২-এর সেই সংবিধানকে ইসলামিক রিপাবলিক-এর অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে।

তবে আমি মনে করি, বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা ৪৮ সালে যে লড়াই শুরু করেছিলো ৭১ সালে সেই লড়াই সশস্ত্র হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বরে সেই লড়াই-এ বাঙ্গালীরা জয়ী হয়। হতে পারে আমরা সেই বিজয়কে ৪ বছরও ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু আমরা লড়াইতে পরাজিত হয়েছি একথা বলা যাবেনা। কারণ ৪৮ সালের পর আমরা চূড়ান্তভাবে কখনোই হারিনি। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ৭১ সালে আমরা একটি রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছি। সেটি সশস্ত্র লড়াই-এ অর্জিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধটি সংক্ষিপ্ত ছিলো বলে জনগণকে যে ধরনের মটিভেশন করা উচিৎ ছিলো সেটি করা যায়নি। এমনকি যুদ্ধরত সৈনিকদের কাছে বাঙ্গালী জাতিস্বত্ত্বা, রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদি বিষয়- সুস্পষ্ট করা যায়নি। পাকিস্তানীদের নির্যাতনের বিপক্ষে আমাদের সশস্ত্র লড়াইকে এমনই বেগমান করতে হয়েছে যে, মৌলিক বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগও আমরা পাইনি।

তবে একথা সত্য যে, ৪৮ সাল থেকে বাঙ্গালীরা যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছে সেই স্বপ্নের লড়াই-এর একটি মূল ধারা ছিলো যার নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ঘটনাচক্রে ১৯৬৬ সাল থেকে এই অঞ্চলের রাজনীতি এমন হয়েছে যে, একটি ধারা মুজিবীয় আর অন্যটি মুজিব বিরোধী। মুজিবীয় ধারাটি বাংলাদেশের। এখনো সেই রাজনীতিই অব্যাহত আছে। মাঝখানে মুজিবহীন বাংলায় মুজিবীয় ধারাটি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু কালক্রমে সেটি আবার সবল থেকে সবলতর হচ্ছে।

২০০৫ সালে যারা বিশ্বপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করবেন তারা এটি উপলব্ধি করবেন যে, এখন আর সেই পাকিস্তানী ধর্ম রাষ্ট্রের রমরমা দিন নেই। মুসলমানদের একটি অংশ তাদের স্বাধীনতা, জাতীয়তা, মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। আবার একটি অংশ একটি ধর্মের নামে বিভ্রান্তিকর অবস্থান নিয়েছে। প্যালেস্টাইনের যে যোদ্ধা তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে আমাদেরতো তার সাথে কোন বিরোধ নেই। এমনকি ইরাকের যে যোদ্ধা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে আমরা তাদের সাথেও একাত্ম। কিন্তু যারা

বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চায় আমাদেরকে তাদের সাথে সর্বাত্মক লড়াই করতে হবে।

সুদীর্ঘ সময় ধরে পাকিস্তানপন্থীরা ক্ষমতায় থাকায় একাত্তরে যে শক্তি দুর্বল হয়েছিলো, যারা ব্যাকফুটে দাড়িয়েছিলো, তারাই এখন একটি প্রবল প্রতিপত্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তারা কেবল যে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছে তাই নয়, তারা এখন এমনকি কিছু সংখ্যক অসাম্প্রদায়িক শক্তির সহায়তাও পাচ্ছে।

আমি নিজে মনে করিনা যে, বিএনপির সকলেই পাকিস্তানপন্থী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়। ওখানে একটি বড় অংশ হয়তো বাংলাদেশের মূল ভিত্তিকে সমর্থন করে। কিন্তু বিএনপি এরই মাঝে ক্ষমতায় থাকার জন্য পাকিস্তানপন্থী সকল গোষ্ঠীকে একত্রিত করার একটি প্লাটফরমে পরিণত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠীগুলো কোনভাবেই একত্রিত হতে পারেনি বা জনগণের কাছাকাছি যাবার মতো কোন রাজনৈতিক প্লাটফরম গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু ৭৫ পরবর্তীকালে তারা ধীরে ধীরে সেই স্থানেই পৌছেছে। এজন্যই আজ তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরাও ১৪ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করার জন্য প্রস্তাব করতে পারে।

তবে একটি কথা আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, বাঙ্গালীরা ঐতিহ্যগতভাবেই এই উপমহাদেশের সবচেয়ে অগ্রসর একটি জাতি। একসময়ে বলা হতো, বাঙ্গালীরা এখন যা ভাবে ভারতবর্ষের বাকী অংশ তা ভাবে শতবর্ষ পরে। আমি মনে করি, বাঙ্গালীদের সেই তীক্ষ্ণ মেধার এখনো কোন কমতি হয়নি। বিশ্বের একমাত্র বাঙ্গালী রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পর আবার পেছনে যাবে এবং ২৬শে মার্চের বদলে ১৪ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস মানবে কিংবা “বাংলার জয়ের” বদলে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” বলবে এমনটি হবার -নয়। লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙ্গালীরা যে স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকা রক্তরঞ্জিত করেছে তার বদলে চাঁদ-তারা পতাকা উড়বে এদেশে, আবার গীত হবে “পাক সর জমিন শাদ বাদ”- এমনটি স্বপ্নে হয়তো দেখা যায়, কিন্তু এদেশের বাঙ্গালীদের রক্তে এখনো এতোটা দম কমে যায়নি যে, সেটি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।

মাত্র কদিন আগেই গিকাচৌ বা ডঃ আফতাবরা জাতীয় সঙ্গীত বদলানোর প্রস্তাব করেছেন। পাকিস্তানপন্থী মরহুম মাওলানা মান্নানের আত্মীয় আদেলরা পাকিস্তানী পতাকাও তুলেছেন। তাদের হয়তো বেশ কিছু সমর্থকও আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাংলাদেশ একদিন আবার পাকিস্তান হবে-আমরা একাত্তর ভুলে আবার ফিরে যাবো সাতচল্লিশে। আমরাতো বুড়ো হয়ে গেছি-কিন্তু আমাদের পরবর্তী

প্রজন্ম পেছনে যাবে, এটি আমি বিশ্বাস করিনা। “আমাদের সময়”-এর লেখক কেন মনে করলেন, সেটি আমার বোধগম্য নয়।

২৩ আগস্ট ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সম্পাদিত